দৈনিক ইনকিলাব

DEC. 03 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সরকারের নির্দেশিত পথে- বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী সকল কার্য পরিচালিত হবে

রিপন বেগ ॥ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)-এর নবনিযুক্ত ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এম এ হাদী বলেছেন, সরকারের নির্দেশিত পথে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। দৈনিক ইনকিলাবের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক হাদী সকলকে আশ্বস্ত করে বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে তবে পরিবর্তন হতে পারে কিছু কিছু সিদ্ধান্তে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে বলেও তিনি জানান।

সম্প্রতি বিএসএমএমইউকে সাবেক আইপিজিএমআর হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য কর্মচারীরা আন্দোলন শুরু করেন। পরবর্তীতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন এক ঘোষণায় বলেন, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থায়ী ক্যাম্পাস থেকে স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করা হবে এবং আইপিজিএমআরকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে। এর প্রেক্ষিতে কর্মচারীরা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে নেন। মুছে ফেলা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড। নবনিযুক্ত ভিসি, প্রো-ভিসি ও কোষাধ্যক্ষ কাজে যোগ দেবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল চিকিৎসক, নার্স এবং কর্মচারী এক যৌথসভা করে কর্তৃপক্ষের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড প্রতিস্থাপনের দাবী জানান। এ ব্যাপারে অধ্যাপক হাদী

অধ্যাপক হাদি

বলেছেন, অচিরেই তা করা হবে। এটা আমার দায়িত্ব। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তার জোরালো সমর্থনের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, চিকিৎসক সমাজ অনেক দিন ধরেই আন্দোলন করে আসছিলেন মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য। বিগত বিএনপি সরকারের আমলেই এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়া শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টির রূপরেখা কি হবে সে ব্যাপারে ডাকা সভায়ও তিনি উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন ফ্যাকাল্টির তৎকালীন ডিন হিসেবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হলে মঞ্জুরি

৭-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

একান্ত সাক্ষাৎকারে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি

৮-এর পৃষ্ঠার পর

কমিশনের অনুমোদন লাগে। এ ব্যাপারে সকল উদ্যোগ নিয়ে অনুমোদন লাভের পর তা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হয়। রূপরেখা অনুযায়ী নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সকল মেডিকেল কলেজ থাকবে। এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত চিকিৎসকদের চাকরি সরকারী আওতায় না বেসরকারী আওতায় থাকবে তার মতামত চাওয়া হয় অর্থ সংস্থাপন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষণা দিয়ে রাতারাতি সাইনবোর্ড পাল্টে আইপিজিএমআর-এর পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড লাগিয়ে দেয়। চিকিৎসক-কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারেও কোন নিয়ম মানা হয়নি। দু'দফায় চিকিৎসকদের বদলি করা হয়, যারা কিনা তাদের মতাবলম্বী ছিলেন না। এ পদগুলোতে নিয়োগ দেয়া হয় তাদের দলীয় চিকিৎসকদের কোনরকম মেধা ও যোগ্যতা বিবেচনা ছাড়াই। অথচ নিয়ম অনুযায়ী সকল পদ শূন্য করে মেধা, যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে চিকিৎসক নিয়োগ করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা ডিগ্রীধারী চিকিৎসকও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে গেছেন। অনেকের অতীত রেকর্ডও ভাল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বজায় রাখতে যা কিনা বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এছাড়া চিকিৎসকের যে ৬০০ পদ বাতিল করে দেয়া হয়েছে, তা মোটেও উচিত হয়নি বলে অধ্যাপক হাদী মনে করেন। এ পদগুলো পুনরায় চালুর ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া উচিত বলে তিনি জানান। পিজি হাসপাতালকে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করার কিছু কিছু সমস্যারও সৃষ্টি হয়েছে। তার মতে, এতে করে স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা পাওয়া থেকে রোগীরা যেমন বঞ্চিত হয়েছে, তেমনি চিকিৎসকদের ট্রেনিং প্রোগ্রামেও সমস্যা তৈরী হয়েছে।

গত ১৮ নভেম্বর এক সরকারী আদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অধিভুক্তি বাতিল করে দেয়া হয়। অধ্যাপক হাদী এ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে বলেন, এতে উচ্চ শিক্ষায় যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তা দূরীভূত হবে। পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন ফ্যাকাল্টি উচ্চ শিক্ষার জন্য ডিগ্রী দিতে পারত। কিন্তু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পর সকল স্নাতকোত্তর পরীক্ষা তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়া হয়। এতে করে সৃষ্টি হয় দীর্ঘসূত্রতার। বর্তমানে চালু থাকা রেসিডেন্সি প্রোগ্রামেরও তিনি সমালোচনা করেন। বলেন, আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় এ প্রোগ্রাম মানানসই নয়। এতে সময় লেগে যায় অনেক। যেসব কোর্স চালু করা হয়, সেক্ষেত্রে আবার নেয়া হয়নি বিএমডিসির পূর্ব অনুমোদন। অধ্যাপক হাদী পূর্বের নিয়মেই কোর্স চালু করার পক্ষপাতী। সেক্ষেত্রে এমডি বা এমএস কোর্সের জন্য সময় লাগবে ৩ বছর। তিনি বলেন, বিএমডিসি স্বীকৃত ঐ ৩ বছরের কোর্সকে সময় ঠিক রেখে যুগোপযোগী করা যেতে পারে।

বর্তমান সরকার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরী করতে বিশেষভাবে আগ্রহী। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে। অধ্যাপক হাদী বলেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ খন্দকার মোশাররফ হোসেন পুরনো ৮টি মেডিকেল কলেজে সুযোগ-সুবিধা বিবেচনায় নতুন নতুন কোর্স খোলার ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছেন।